ইত্তেফাক 243

তারিখ 21/4/78
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

তদন্ত হওয়া প্রয়োজন

গত ৭ই আগষ্ট দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে "দুর্নীতি পরায়ণ শিক্ষা অফিসারটিকে" শিরোনামায় ৪১ নং শীতলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলিয়া বর্ণিত এ, কে, এম, ইব্রাহিম হোসেন আশাশুনি থানার শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত শিক্ষক এ, কে, এম, ইব্রাহিম হোসেন নিজের খেয়াল-খুশিমত বিদ্যালয়ে আগমন ও প্রস্থান করিতেন। গত ১৭।১২।৭৭ তারিখে আশাশুনি ইউনিয়ন পরিষদের দুইজন সদস্য উক্ত শীতলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পরিদর্শনকালে উল্লিখিত শিক্ষককে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে অনুপস্থিত পাইয়া থানা শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেন। অতঃপর থানা শিক্ষা অফিসার গত ২৪।২।৭৮ তারিখে উক্ত শীতলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পরিদর্শনকালে প্রমাণ পান যে, উল্লেখিত শিক্ষক ২৩-২-৭৮ তারিখে বিদ্যালয়ে না আসিয়াই শিক্ষক হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন। শিক্ষকের এই অসদাচরণের জন্য থানা শিক্ষা অফিসার কৈফিয়ৎ তলব করেন। কিন্তু কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক না হইলেও শিক্ষক সমিতির অনুরোধে ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন।

যেহেতু তাঁহাকে বদলী করা হইয়াছে এবং তাঁহার অসদাচারণের জন্য আমরা তাঁহার বদলীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছি সেহেতু ক্রোধের বশবর্তী হইয়া থানা শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে অহেতুক মিথ্যা দুর্নীতির অভিযোগ আনিয়াছেন।

মোঃ নজরুল ইসলাম, সভাপতি ও এ,বি,এম, আকরামুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক, আশাশুনি থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা, খুলনা।